Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies
Approved by the UGC | ISSN 2249-3301
Vol. VII, Number 1, 2017
Article url: www.bcjms.bhattercollege.ac.in/v7/n1/bn-v7-01-01.pdf
Article DOI: 10.25274/bcjms.v7n1.bn-v7-01-01

আলোকপাত: উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক দলিল

বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের চরিত্র উন্মোচণে আধুনিক শিক্ষা

মহঃ মইনূল ইসলাম , অধ্যাপক
ব্রম্ভানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ , কোলকাতা-১০৮
E mail Id: mainul3484@gmail.com

Abstract
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ব্রিটিশ আমলে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় আধুনিক শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ হয় । ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজিকে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করলে বাংলার মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষায় জটিল সংকটের সৃষ্টি হয় ।বাংলার মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে অপরাগ হয় ।মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল বাংলার মুসলমান সমাজের শিক্ষার ভিত্তি । বাংলার মুসলমানরা নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষায় আরবী-ফার্সী চর্চাকে আকড়ে ধরে ছিল। ইংরাজি শিক্ষা থেকে মুসলমান সমাজ দূরে সরে থাকে । আধুনিক শিক্ষায় মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থানকে ব্যাহত করে । ১৮৭০ সালে মৌলানা কেরামত আলি জৌনপুরী ও প্রভাবশালী আলেমরা মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে 'ফতোয়া' জারি করেন । ফলস্বরুপ ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকার বাংলা তথা ভারতে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে রেজুলেশন জারী করে । ১৮৭২ সালের জনগননা, ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন, ১৮৮৫ সালে ডাফরিনের ঘোষণা মুসলমানদের আধুনিক গ্রহণে সাহায্য করে । প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের তুলনায় দেরীতে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ উনিশ শতকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান সমাজকে নেতৃত্বহীন করে তোলে । উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজের আধুনিক শিক্ষার বিষয়টিতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা যায় তেমনি সামাজিক দলিল হিসাবে পর্যলোচনা করা যেতে পারে ।

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক ছিল ঘটনাবহুল শতাব্দী । উনিশ শতকের বাঙালীর জীবনের নানাবিধ ব্যাখা বিশ্লেষণ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করছে । এই শতকে বাংলার সমাজ নতূন পথের সন্ধানে ব্রত ছিল । উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিন্দু সমাজের কতিপয় ব্যক্তি ইংরাজি শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে নবচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সমাজের নানাবিধ সংস্কারের চালায়, যাকে অনেকে 'রেনাসাঁসের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমরা যে সময়কে বাংলার নবজাগরনের ইতিহাস বলে চিহ্নিত করি সেইসময়ে সচেতনভাবে মুসলমান সমাজ সংক্রান্ত আলচনাকে বাদ দিয়েই করি। এই শতকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কোলকাতায় হিন্দু সুবর্ন বনিক শ্রেণীর উত্থান। গবেষকদের মতে, বাংলার ব্যবসায়ী লক্ষীকান্ত ধর (নকুল ধর), মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামচরন রায়,রাজা নবকৃষ্ণ, রামহরি বিশ্বাস প্রমুখ এই সময় বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চয় করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এই সময়কার বিশদ বর্ণনা করেছেন। এরফলে বাংলার কয়েক শতাব্দীর গড়া ওঠা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরতে শুরু করে । বাংলার সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় বাঙলী মুসলমান সমাজের উপর আলোকপাত অথবা আলোচনাকে সযত্নে এড়িয়ে চলা হয় । ফলে বাঙালী জাতির বিকাশ ও অগ্রগতি আলোচনা অসম্পূর্ন থেকে যায়। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় পুরাতন সমাজ বিন্যাসের ভাঙ্গাগড়ায় শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, কলুটোলায় যখন সম্ভান্ত হিন্দু ধনিক শ্রেণী গড়ে উঠছে সেই সময় মুর্শিদাবাদ, হুগলিতে পুরাতন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলি ধ্বংশের পথে অগ্রসর হয় ।১ কিন্ত বাঙ্গালী জাতির নবচেতনার বিকাশে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজর প্রতি দৃষ্টিপাত না করলে আলোচনা সম্পূর্ন হয় না। উনিশ শতকে বাংলার সংস্কার আন্দোলনে মুসলমান সমাজ যেমন অনুপস্থিত ছিল তেমনি নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়নি। কোলকাতার বাইরে গোটা বাংলায় এই জাগরনের প্রভাব ছিল নগন্য ।

বাংলার জাগরণে বিত্তবান ও উচ্চবর্নের হিন্দুদের কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের চরিত্র উন্মোচণে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বাংলায় মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে রাষ্ট্রীয় ও বানিজ্যিক গুরত্ব হারিয়ে মুসলমান সমাজ ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত কিছু বর্জন করে। হিন্দু সমাজ যখন শিক্ষা ও অর্থ সমাজের উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্টিত হচ্ছিল বাংলার মুসলমান সমাজ তখন তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়।২ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় পুরাতন সমাজ বিন্যাসের ভাঙ্গাগড়ার সময়ে হিন্দু সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল।কিন্তু মুসলমান সমাজে ইংরাজি শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়নি। ফলে বাঙলী সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুন্যতার সৃষ্টি হয়।বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসনের ফলে নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাপে বাংলার মুসলমান সমাজ নিজেদের আড়াল করে পৃথকভাবে সংগঠিত করে।তারা তরিকায়ে মোহম্মদীয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান ও আচার অনুষ্ঠানের উপর জোর দেয়।৩ ব্রিটিশ শাসনকে 'দার- উল- হার্ব' মনে করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তীব্র ঘৃণার মনোভাব পোষণ করত।পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব ইংরেজদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালে প্রচলিত ফারসী ভাষা গুরত্ব হারায়।১৮৩৭ সালে ফরসীর পরিবর্তে ইংরাজি রাষ্টীয় ভাষা হিসাবে ঘোষিত হলে ফারসীর স্থান দখল করে ইংরাজি ভাষা।৪ বাংলায় খানদানী অবাঙালী মুসলমান যারা মূলত ফার্সী ও উর্দূ ভাষী ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় তাঁরা বাংলা ছেড়ে উত্তর ভারতে চলে যেতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতি বাংলার মুসলমান সমাজকে দিশেহারা করে তোলে।১৭৯৩-১৮২৮ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার লাখেরাজ ও ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত সম্পর্কে অনেকগুলি আইন তৈরী করে।এরফলে বাংলার মুসলমান সমাজ কৃষিকে পেশা হিসাবে গ্রহনে বাধ্য হয়।৫

এইসময় মুসলমান সমাজের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমভাগে খুব কম পরিমানে মুসলিম ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচারিত পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে মুসলমান সমাজ দূরে সরে থাকে।বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে খ্রিষ্টধর্মীয় গ্রন্থের অর্ন্তভূক্তি মুসলমান সমাজকে মিশনারী বিদ্যালয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যার সুযোগ গ্রহন করে বাংলার হিন্দু সমাজ।মিশনারীদের সহযোগিতায় কোলকাতায় হিন্দু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উৎসাহে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হতে শুরু হয়। ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষিত হিন্দুরা সমাজে মানমার্যদা লাভ করতে থাকে। কেননা কোলকাতাকে কেন্দ্র করে যে শক্তিশালী নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে সেটি হিন্দু মধ্যবিত্ত। ১৮১৫ সালে বাংলার প্রত্যেক জেলায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর জন্যে পৃথক জেলা স্কুল স্থাপনের কথা গর্ভনর জেনারেল লর্ড ময়রা ঘোষণা করেন। ১৮১৭ সালে ২০শে জানুয়ারী কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে মুসলমান ছাত্রদের প্রায় ৩০ বছর প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮২৪ সালে মুর্শিদাবাদে মুসলিম স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টার ফলে মুর্শিদাবাদ নিজামত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে ইংরাজি শিক্ষা চালু করা হয়।৬ ১৮২৮ সালে সরকারের জনশিক্ষা কমিটি কোলকাতা মাদ্রাসায় মুসলিম ছাত্রদের জন্যে ইংরাজি প্রর্বতনের নির্দেশ দেয়।৭ ১৮৩০ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ইংরাজি মাধ্যমের পৃথক কলেজ স্থাপনের নিদের্শ দেয়। এই ঘোষণাটি ছিল বাংলার মুসলমানদের কাছে আরবী-ফারসী শিক্ষার মৃত্যু শেল।৮ ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ গর্ভনর জেনারেল বেন্টিঙ্ক তাঁর প্রাথমিক ঘোষণায় ইংরাজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে মর্যাদা দান করেন। ১৮৩৭ সালে সরকারের অফিস আদালত থেকে ফার্সীভাষাকে অপসারিত করে ইংরাজি ভাষা স্থাপন করা হয়। ১৮৪৪ সালের ১০ ই আক্টোবর সরকারী নির্দেশে ইংরাজি শিক্ষা ব্যতিত অন্য কাউকে চাকরি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৩৫ সালের পরবর্তী তিন দশক বাংলার মুসলমান সমাজের জন্য অন্ধকারাছন্ন দশক ছিল। সরকারী চাকরি আইন আদালতে ইংরাজিকে বাধ্যতামূলক করার ফলে বহু মুসলিম শিক্ষক, মুনশি, কাজি তাদের জীবিকা হারিয়ে চরম দারিদ্রের সম্মুখিন হয়।৯ বাংলার মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনগ্রসর হলেও এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই সময়কালে এগিয়ে আসেনি। তারা বরং ১৮৩৫ সালের সরকারি শিক্ষানীতির বিরূদ্ধে কোলকাতায় আট হাজার মুসলমানদের স্বাক্ষর সম্মিলিত প্রতিবাদ পত্র পাঠায়।১০

বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রভাবিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার মুসলমানরা এড়িয়ে যেতে লাগল। ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সর্ম্পকে মুসলমান সমাজে সংশয় দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বাংলার মুসলমানদের ধর্মের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ভাষা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল।১১ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সমাজে দীর্ঘদিনের শিক্ষা - সংস্কৃতিকে ছেড়ে ইংরাজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করা একেবারেই সম্ভব ছিলনা। কেননা বাংলার মুসলমান সমাজ তাদের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ প্রনালী বলে মনে করে নিজেদের ব্যবস্থায় অটুট থাকে।১২ বাংলায় মুসলমান সমাজ ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে এই কারণে সম্মত ছিলনা যে, নিজস্ব আরবী ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করলে তাদের ব্রিটিশ শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ বাংলার মুসলমান যথেস্ট সন্দেহের চোখে দেখত। মিশনারীরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের খ্রিস্টান ধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকালে দীর্ঘদিন শিক্ষা বিভাগ মিশনারীদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজ ইংরাজি শিক্ষাগ্রহণকে ধর্মনাশের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।১৩ বাংলার মুসলমান সমাজ ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় নি। আরবি ফার্সী শিক্ষার প্রতি তাদের বেশি আগ্রহ

ছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রতি বাংলার মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী মীর মোশারফ হোসেনের 'আমার জীবনী'তে উল্লেখ পাওয়া যায়, ''ইংরেজি পড়িলে পাপ তো আছেই ... ছোটখাট শয়তান হয়ে আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আনেনা।''১৪ ১৮৩৬ সালে হুগলি মহাসিন কলেজে ইংরেজি বিভাগে ১০৪৩ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩১ জন ছিল মুসলমান ছাত্র। উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আকার্যকর শিক্ষানীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্থ সামাজিক অবক্ষয়জনিত পরিস্থিতি। ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশনের রির্পোটে বলা হয়েছিল আর্থিক দুরবস্থা ও ধর্মহানির আশঙ্কা বাংলার মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী করে তুলেছিল। আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় হিন্দু পেট্রিয়ট লিখেছিল *'they have neither sought out Mahomedan talent nor given encouragement enouh to creat it is abundance'*১৫ উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার মুসলমান সমাজ বিত্তবান অভিজাত শ্রেণি ও কৃষিজীবি সমাজে বিভক্ত ছিল। শিক্ষা দিক্ষায় অগ্রসর কোন মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্ব মুসলমান সমাজে লক্ষ্য করা যায় নি। ১৮৩৭ সালে ফার্সী রাজভাষার অস্তিত্ব হারালে বাঙালি হিন্দুরা ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল। মুসলমান সমাজ সেই মুর্হূতে ইংরাজি শিক্ষার তাৎপর্য অনুভব করতে পারেনি।১৬ ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলো সর্বশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। মুসলমান সমাজ হতাশা থেকে ধর্মকেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ঠেকাতে চেয়েছিল। এইসব নানাবিধ কারণের সমষ্টি বাংলার মুসলমান সমাজকে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাছাড়া মুসলমান সমাজে নেতৃত্বের অভাবও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকে মুসলমান সমাজকে ভাঙ্গনের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে যুগোপযুগি করার জন্য আশু প্রয়োজন ছিল আধুনিক শিক্ষার। কোলকাতায় কয়েকজন মুসলিম নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্টিত হয়। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি হিন্দুরা আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের একটি অংশ এই শিক্ষাকে 'হারাম' বলে ইংরেজি শিক্ষার বিরূদ্ধে প্রচার করে।১৭

মুসলমান সমাজের অপর একটি অংশের বিবিধ প্রচেষ্টার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সর্ম্পকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষর সুফল দেখে দেরিতে হলেও বাংলার মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়। মুসলমান বুদ্ধিজীবি লেখকেরা আধুনিক শিক্ষার জন্য একপ্রকার আন্দোলন শুরু করেন। যদিও এই প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে নারীশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সর্ম্পকে মতানৈক্য ছিল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার সমন্বয় করার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলার মুসলমান সমাজ ব্রিটিশ শাসনের বাস্তবতা স্বীকার করতে শুরু করে।১৮ মুসলমান ধর্মীয় আন্দোলন যখন স্তিমিত তখন হান্টার তার তাঁর 'ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময় বাংলাদেশে মুসলিম উদারপন্থী সংস্কারবাদী নেতা হিসাবে আব্দুল লতিফ এবং সৈয়দ আলীর আর্বিভাব ঘটে। এই প্রসঙ্গে ফরিদপুরের বাংলাভাষী মুসলমান আব্দুল লতিফের নাম অগ্রগণ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' ইংরেজ শাসকের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের সুসম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। ইংরাজি শিক্ষিত মুসলমান সৈয়দ আমির আলি(১৮৪৯ - ১৯২৩),দেলওয়ার হোসেন আহমেদ(১৮৪০ - ১৯১৩), উবায়েতুল্লাহ(১৮৩৪ - ১৮৮৬),আব্দুল জব্বার(১৮৩৭ - ১৯১৩), স্যর আবদুর রহিম(১৮৬৭ - ১৯৫২),আব্দুল আজিজ (১৮৬৭ - ১৯২৬) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। কোলকাতা বিশ্ববুদ্যালয়ে ১৮৫৮ - ৮১ খ্রিস্টাব্দে অনেক মুসলমান ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। ইংরাজি শিক্ষিত আবুল কাসেম 'দ্য মুসলমান'সহ কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এইভাবে মুসলমানরা উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন।১৯ দেরিতে হলেও বাংলার মুসলমান সমাজ ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছিলেন। 'ইসলাম প্রচারক' নামক একটি সাময়িক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'বড়ই পরিতাপের বিষয় যে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ঔদাসিন্য ইংরেজ রাজত্ব কালে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমানরা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করেছে। ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় অধিকাংশ রাজ কর্মচারী মুসলমান ছিল। কিন্তু এখন তারা ক্রমশ: সংখ্যালঘু শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে।'২০ মুসলমানদের ফার্সীর দূর্বলতা তাড়াতে কাজী ইমদাদুল হক ইংরাজি রাজভাষার সমর্থনে ঘোষণা করেন 'ইংরাজি শিক্ষাকে পরিহার করলে তাকে আরব দেশে চলে যেতে হবে ।২১

বাংলার মুসলমান সমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে আব্দুল লতিফের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা স্মরণ করা যেতে পারে। মুসলমানদের অহমিকা বা কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে তিনি ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য দায়ি না করে সামাজিক স্তর বিন্যাস ও আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছিলেন। আব্দুল লতিফের মতে, বাংলার মুসলমান সমাজের আলেম শ্রেণি আরবি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতি হলেও মুসলমান সমাজের বৈষয়িক শ্রেণির পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ কোনো আপত্তি ছিলনা।২২ তাঁর ধারণা ছিল ইংরাজি, আরবী, ফার্সী শিক্ষা একত্রে দেওয়া হলে কোন কূফল হওয়ার আশঙ্কা নেই। তিনি মুসলমান সমাজের জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে চেয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আব্দুল লতিফ ইংরাজি শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। ১৯৫৩ খ্রি: তিনি ফার্সী ভাষায় *' Advantages of an English Education to the Mahommedan youths in india` and The most Unobjectionable means of imparting such Instruction'* নামক

রচনা প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মুসলমানদের আহ্বান জানান।২৩ ১৮৬৮ সালে আব্দুল লতিফ *social science Association*এর অধিবেশনে দীর্ঘ প্রবন্ধে মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি মনে করতেন ইংরাজি ছাড়া মুসলমানরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকটে পারবে না ।ব্রিটিশ সরকারের মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক কমিটিতে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৩ সালে আব্দুল লতিফ 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' গঠন করেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এই সমিতি গুরূত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা সর্ম্পকে লতিফ বলেছিলেন যে ইংরাজি শিক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের আগ্রহ সৃষ্টি এবং সামাজিকতায় ইংরেজদের সমকক্ষ করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান নিরন্তর কাজ করবে।২৪

১৮৭০ সালে কোলকাতায় লিটারারী সোসাইটির সভায় মওলানা কেরামত আলি জৌনপুর বাংলায় মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন ।কেরামত আলির এই বক্তব্য ফতোয়া আকারে বাংলার মুসলমানদের কাছে প্রচারিত হয়।২৫ আব্দুল লতিফ, আমির আলি, কেয়ামত আলি জৌনপুর প্রমুখ আপোসপন্থী ও সংস্কারপন্থী নেতাদের কর্মতৎপরতায় বাংলার মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয় । কেয়ামত আলি মুসলমানদের ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আহ্বান জানান। তাঁকে সমর্থন জানান আব্দুল বারি, আব্দুল হাকিম, আব্দুল রউফ, মৌলানা ফজলি আলি প্রমুখরা ।২৬ এরফলে সংস্কারপন্থী মুসলমান নেতাদের ইংরেজ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় । বড়লাট লর্ড মেয়োর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭২ সালের ১৭ ই আগষ্ট যে রিপোর্ট জমা পড়ে তাতে বলা হয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ মুসলমান সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করছে । ফলে সরকারের প্রতিটি স্তরে মুসলমান প্রতিনিধি প্রায় শূন্যে পরিণত হয়েছে ।২৭ ১৮৭৩ সালে লে: গর্ভনর জেনারেল ক্যামবেল মুসলমান শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি রেগুলেশন জারি করেন ।এই রেগুলেশনকে সৈয়দ আমির আলি মুসলিমদের ' Magna carta 'বলে অভিহিত করেছেন ।বাংলার মুসলিম সমাজের জাগরণে আমির আলি ১৮৭৮ সালের ১২ই মে 'National Mahammeden Association' গঠন করেন । ১৮৮২ সালে এই সমিতি বড়লাট লর্ড রিপনের কাছে একটি স্মারক লিপিতে শিক্ষা ও চাকুরিতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সুযোগ সুবিধা দাবী করে । যার ভিত্তিতে মাদ্রাসাগুলিতেও ইংরাজি শিক্ষার দাবী জানানো হয় । এই স্মারক লিপি প্রতিপন্ন করে যে আমির আলি মুসলমান সমাজের উন্নতির সোপান হিসাবে ইংরাজি শিক্ষাকে চিহ্নিত করেছিলেন । উনিশ শতকের শেষার্ধে সৈয়দ আমির হোসেন উচ্চশিক্ষায় ইংরাজি সাহিত্যকে অর্ন্তভূক্তির সুপারিশ করেন । তিনি মনে করতেন বাংলার মুসলিম সমাজ এর ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে ।তাঁর এই প্রচেষ্টাকে 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'দি বেঙ্গলি', 'দি স্টেটসম্যান', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সমর্থন করে । ১৮৭৩ সালে সরকারের জনশিক্ষা কমিটিতে মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ে পৃথক আলোচনা করা হয় । ১৮৮৩ সালে 'হান্টার কমিশন' মুসলিম শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র সুপারিশ পেশ করে । এই সুপারিশ অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার ও পৌরসভা মুসলমানদের জন্যে ইংরাজি নর্মাল স্কুল, কলেজ প্রতিষ্টার জন্যে পৃথক তহবিল গঠন করে ।২৮ 'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী' ও 'সুহৃদ সম্মিলনী' এই সময় মুসলমান নারী শিক্ষার সচেতনতা ও তার প্রসারে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নেয় । ১৮৮৩ সালে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । উনিশ শতকের শেষে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোলকাতায় প্রথম মুসলমান মেয়েদের জন্যে একটি বালিকা মাদ্রাসা প্রতিষ্টিত হয় (১৮৯৭) । ড. জাহিরুদ্দিন আহমেদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তির আবেদন করলে সেটি বাতিল হয়ে যায় । কেননা এই কলেজে মুসলিম মেয়েদের ভর্তির অধিকার ছিল না ।

উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলার মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়া মজবুত ছিল না । কারণ মুসলমান সমাজে এলিট শ্রেণী গঠিত হয়নি । ১৮৮০ সালে আগষ্ট মাসে 'Calautta Statesman' পত্রিকায় বলা হয় বাংলার মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষার জন্য উদগ্রীব । কোলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেটি পর্যাপ্ত নয় । মুসলমান সমাজের পাশ্চাত্য শিক্ষার সাফল্য সন্তোষজনক না হলে ও বলা যায় বাঙালী মুসলমান সমাজ দীর্ঘদিন ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করে পিছিয়ে ছিল সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলার নবাব ইংরেজদের কাছে ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমান সমাজ কাঠামোয় যে ভাঙ্গনের সূচনা হয়েছিল , ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পথ পেরিয়ে, ১৮৭০ সালের পরবর্তী সময়ে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় , ১৮৮৩ সালে শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হয় । ইংরাজি শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহ বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের পথকে প্রশস্থ করেছিল । ১৮৭২-৭৩ খ্রীঃ প্রশাসনিক রিপোর্টে দেখা যায়, দুটি নতুন শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল যারা ছিল ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভস্বরূপ সেই দুটি শ্রেণীতে (নতুন জমিদার এবং নাগরিক মধ্যবিত্ত) বাঙ্গালী মুসলমান শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৮৭১ খ্রীঃ যেখানে বাঙ্গালী মুসলমান জনসংখ্যার ১৪.৩ শতাংশ শিক্ষিত ছিল, সেখানে ১৮৮১ খ্রীঃ সেই হার বেড়ে হয় ২৩.৮ শতাংশে।২৯ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটেছিল হিন্দু মধ্যবিত্তদের পঞ্চাশ বছর পর । ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করে তারা পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে ছিল । একথা যখন মুসলমান নেতারা বুঝলেন তখন দেরী হয়ে গেছে।

এইসময় থেকে উর্দূভাষী মুসলমানদের সঙ্গে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ব্যবধান রচিত হয়।বাংলার লোকসংস্কৃতি, লোককথা বাঙ্গালী মুসলমান সংস্কৃতিতে স্থায়ী আসন লাভ করে। ১৮৬৮ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'Bengal social science Association'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে ইংরেজ বিচারপতি জে বি ফেয়ার বলেছিলেন "হেষ্টিয়ের সময় থেকে শিক্ষায় ও সামাজিক সম্মান লাভে বাংলার মুসলমানরা শিক্ষিত হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।এই পশ্চাদগতির রাজনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না"। ১৮৬৯ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী রেভারেন্ড জেমস লং মন্তব্য করেছিলেন "জীর্ন প্রাসদের ভগ্নস্তুপ এবং শোচনীয় সামাজিক দূরবস্থার দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এদেশের মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংশের দিকে এগিয়ে চলছেন।বাংলাদেশের কোন গভর্নমেন্ট অপিসে মুসলমান কর্মচারী বিশেষ দেখা যায় না। একসময় যারা এত বড় রাজ্য শাসন করেছেন, আজ তারা কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করছেন"।৩০ যার ফলস্বরুপ বাংলায় অগ্রসরতার মানদণ্ডে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট শুন্যতার সৃষ্টি হয়।একদিকে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতা কেন্দ্রিক একটি পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী অপরদিকে সংস্কারপন্থী মনোভাব নিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।উনিশ শতকের শেষ পাদে বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধজীবির উত্থান অগ্রগতির শিখরে পৌছাঁয়।বাংলার মুসলমান সমাজের আত্মপ্রতিষ্টা স্বতন্ত্রপন্থার দ্বারা চিহ্নিত হয়।বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীসত্বায় বাঙ্গালীত্ব বোধ জাগ্রত হয়।এইসময় বাংলার মুসলমান সমাজের সচেতনতায় শহর-গ্রামে বেশ কিছু আঞ্জুমান বা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।যার ফলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আর্বিভাব হয়।

তথ্যসূত্র :

১। বিনয় ঘোষ , বাংলার নবজাগৃতি । কালকাতা , ১৯৭৯. পৃ. 42-48

২। ওয়াকিল আহমেদ 'উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩,পৃ. 16-17

৩। গোলাম মুরশিদ , হাজার বছরর বাঙালি সংস্কৃতি । ঢাকা ,২০১৪, পৃ.78-86

৪। রফিউদ্দিন আহমদ , পলাশীর বিপর্যয় ও বাংলার মুসলমান শাসনের সমাপ্তি । ইতিহাস পত্রিকা , ১৩৭৫।

৫। সৈয়দ গোলাম হোসেন , সিয়ারুল মোতা আখেরিন ।

৬।Report of the General Commitee of Public Instruction of the Presidency:Fort william in Bengal,Culcatta 1826.

৭। British Policy, A.R Mallick,page 213-214

৮। M. Azizur Haque, Moslem Education,

৯। W.W Hunter, The Indian Musalman, London, 1871,p.32-34

১০। Abdul karim , Mahammadan Education . p-3

১১। এ. আর দেশাই , ভারতীয় জাতীয়তাবাদর পটভূমি । কোলকাতা , ২০০১ ।

১২। W.W Hunter,The Indian Musalman, p. 67-70 .

১৩।বাঙালী মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক- সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রগেসিভ।কলকাতা,২০১৩,পৃ.59-60

১৪।আজিজুল রহমান 'ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ ,পৃ.55-57

১৫। The Hindu Patriot , 5.11.1981

১৬।আব্দুল করিম , মুসলমান সমাজর শিক্ষা । সাহিত্য পত্রিকা , ১৩২৯ ।

১৭। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী , এছলামবাদী রচনাবলী (প্রথম খন্ড) , ঢাকা , ১৯৯৩।

১৮। এ. আর দেশাই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদর পটভূমি ।কোলকাতা ২০০১ , পৃ. ১৮৮-১৯৫

১৯। গোলাম মুরশিদ , হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি । ঢাকা ,২০১৪,পৃ. ৫৫

২০। এস আফতাব উদ্দিন , বঙ্গীয় মুসলমানর শিক্ষা ।

২১। শেখ আব্দুল গফুর জালালী , শিক্ষা বিস্তারর উপায় ।

২২। A minute on Hoogly Madrassah Abdul Luttef , 1877 .

২৩। Abdul Luteef, My Humble Efforts, Pa-9 .

২৪। Ibid

২৫। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য , ঢাকা , ১৯৬৪ ।

২৬। Enamul Haque , Abdul Luteef . p-102 .

২৭। M.Azizur Haque , History and Problem of Musalman in Bengal .

২৮। Report of Indian Education Commission , 1882,p.-505-07

২৯। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি,কলকাতা, ১৯৭৯ ।পৃ. ১২-২০

৩০। ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডমি,ঢাকা, ১৯৮২।

.